Inclusive Education
Sem-4

Phalguni Chakraborty
Page-①

অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা কাকে বলে?

যে শিক্ষার সমাজের সব ধরনের শিক্ষার্থীর জন্য আলাদা কোনো আয়োজন করা হয়, অর্থাৎ প্রত্যেক ছাত্রের তাদের জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সব ধরনের শিক্ষার্থীর একত্রে যাতে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে তাকে অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা বলে, অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা হলো, এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থা যেখানে দৈহিক, মানসিক ও সামাজিক বৈশিষ্ট্যের শিশু যেকোনো ধরনের প্রভাব ছাড়াও স্বাভাবিক শিশুদের সাথে একই সাথে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে,

অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলো লিখ।

শিক্ষাক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী শিশুদের অন্তর্ভুক্তিকরণের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। প্রতিবন্ধী শিশুদের বিশেষ কতগুলি চাহিদা অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার মাধ্যমে পূরণ হয়ে থাকে। তাই শিক্ষাক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্তিকরণে অবশ্যই কিছু উদ্দেশ্য রয়েছে। এই উদ্দেশ্যগুলি হল —

(i) ন্যূনতম নিয়ন্ত্রিত পরিবেশের মধ্যে রেখে সব-মাত্রার প্রতিবন্ধী শিশুদের উচিত যথাযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

(ii) শ্রেণিবিন্যাস অপেক্ষা শিশুর ব্যক্তিনির্ভর শিক্ষাগত-চাহিদা পূরণের উপর গুরুত্ব দেওয়া,

(iii) সহপাঠী- প্রতিবন্ধী শিশুর প্রতি আচরণ ক্লাসের স্বাভাবিক শিক্ষার্থীদের মানসিকতা উন্নত করার জন্য সহযোগী মনোভাব গঠনের উপর নির্ভরশীল করা,

(iv) এই শিশুদের শিক্ষাক্রমের প্রকৃতি, শিক্ষণ প্রক্রিয়া প্রভৃতি উন্নত করতে বিভিন্ন শিক্ষাবিদ, বিশেষজ্ঞদের নিয়োজিত করা,

(v) বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা সমন্বয়ের মাধ্যমে ও পারস্পরিক বোঝাপড়ার ভিত্তিতে প্রাণে সামাজিক দূরত্ব কমিয়ে আনা,

(vi) প্রতিবন্ধী- শিক্ষার্থীদের হতাশা, হীনমন্যতাবোধ দূর করা,

(vii) এই শিশুদের মধ্যে বিভিন্ন সামাজিক গুণাবলীর - বিকাশ ঘটানো,

(viii) প্রয়োজনে শিক্ষার পাশাপাশি হাতের কাজে- প্রশিক্ষণ দেওয়া ও স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলা,

৩. অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষায় শিক্ষকের ভূমিকা আলোচনা কর,

Ans: অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা হল এমন একটি শিক্ষা ব্যবস্থা যেখানে প্রতিবন্ধী শিশুদের সাধারণ বিদ্যালয়ে স্বাভাবিক শিশুদের পাশাপাশি শিক্ষালাভের সুযোগ সৃষ্টির কথা বলা হয়। এই ব্যবস্থার কার্যকারিতা ও সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করে বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের উপর, এক্ষেত্রে শিক্ষকদের যে বিশেষ দায়িত্বগুলো পালন করতে হয় সেগুলি হল—

(i) পাঠ্যক্রম পরিমার্জন:- বাস্তব প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে কখনো-কখনো শিক্ষককে তার নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রমের মধ্যে কিছু কিছু সংযোজন-বিয়োজন করতে হয়। এক্ষেত্রে শিক্ষকের নমনীয়তা, বিচার-বিবেচনাবোধ, বাস্তববোধ প্রভৃতি বিশেষ প্রয়োজন।

(ii) অভিভাবকদের সাথে সহযোগিতা:- সাধারণ বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রচেষ্টায় সবসময় প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষার্থীদের প্রত্যাশা সম্পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। তাই অভিভাবকদের সচেতনতা ও সহযোগিতা এক্ষেত্রে বিশেষভাবে কাম্য। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাক্ষেত্রে সামঞ্জস্যতা আনতে শিক্ষকবৃন্দ অনুসৃত শিক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কে অভিভাবকের ধারণা দেওয়া শিক্ষকের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

(iii) বিদ্যালয় প্রশাসনের সাথে সংযোগ:- বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি অথবা বিশেষ কোনো সমস্যা এবং প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষালাভের জন্য প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত কোনো উপাদান বা যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হলে শিক্ষকের দায়িত্ব হল বিদ্যালয়ের প্রশাসনের দৃষ্টিগোচরে নিয়ে আসা।

(iv) উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি:- প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা যাতে স্বাভাবিকদের থেকে প্রয়োজনীয় বিশেষ সাহায্য-সুবিধা পায়, স্বাভাবিক শিশুরা যাতে তাদের প্রতি বিরূপ না করে এবং সহমর্মিতা-স্বাভাবিকদের যাতে শিক্ষামূলক সহায়ক পরিবেশ বজায় থাকে সেদিকে শিক্ষকদের নজর রাখা উচিত,

(V) পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি :-

আধুনিক সমাজের দিকে শিক্ষকগণকে অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার কার্যক্রমে সচেষ্ট থাকতে হবে। এছাড়া সর্বদা অবশ্যই তাঁকে মাঝে মাঝে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কর্মশালাগুলিতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে।